রাজ্যে রাজ্যে

যমুনা ইভেন্ট : শ্রীশ্রী রবিশঙ্করকে তীব্র তিরস্কার এনজিটি'র

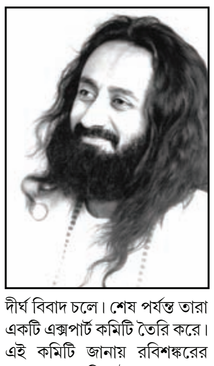

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল : ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল (এনজিটি) আর্ট অফ লিভিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা, ধর্মগুরু শ্রীশ্রী রবিশঙ্করকে তীব্র তিরস্কার করেছে। এনজিটি'র মতে, কিছুদিন আগে রবি শঙ্করের সাংস্কৃতিক সংস্থা এওএল যমুনা তীরে যে অনুষ্ঠান করে তা নিয়ে পরে বিবৃতি দেন স্বয়ং ধর্মগুরু। এই বিবৃতিতে তিনি কেন্দ্রীয় সরকার এবং যমুনা বাঁচাতে তৈরি গ্রিন প্যানেলকে দোষারোপ করেন। রবিশঙ্করের এই বিবৃতি অত্যন্ত বেদনাদায়ক বলে মন্তব্য করেছে এনজিটি।

এনজিটি'র চেয়ারপার্সন বিচারপতি সায়ন্তন কুমার এদিন রবিশঙ্করকে তীব্র তিরস্কার করে বলেছেন, ''আপনার কোন দায়িত্ববোধ নেই। যা খুশি বলার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে? আপনি যা বলছেন তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক''। এনজিটি এওএল এবং অন্যান্যদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে জবাব চেয়েছে। যমুনার তীরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় বিশ্ব সাংস্কৃতিক উৎসবের সময়। গত বছর মার্চে যমুনা তীরে এই উৎসব হয়।

চলতি মাসের গোড়ার দিকে গ্রিন প্যানেলের তরফে জানানো হয় ধর্মগুরু শ্রীশ্রী রবিশঙ্করের সংস্থা আর্ট অফ লিভিংই যমুনা তীরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য দায়ী। গত বছর মার্চে সাংস্কৃতিক উৎসবের নামে যমুনা তীরের ক্ষতি করেন তারা। এনজিটি'র সঙ্গে এই নিয়ে রবিশঙ্করের সংস্থা দীর্ঘ বিবাদ চলে। শেষ পর্যন্ত তারা একটি এক্সপার্ট কমিটি তৈরি করে। এই কমিটি জানায় রবিশঙ্করের সংস্থার আয়োজিত উৎসবের ফলে যমুনা তীরে জৈব প্রযুক্তিগত ভারসাম্য অনেকটাই নষ্ট হয়েছে।

এই ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে এক দশকের বেশি সময় লাগবে। এর জন্য তাদের দিতে হবে ৪২.০২ কোটি টাকা। সাত সদস্যের এক্সপার্ট কমিটি সুপারিশ করে এই বিপুল পরিমাণ খরচ এওএল এবং অনুষ্ঠান করার দায়িত্বে ছিল যেসব সংস্থা তাদেরই ভাগ করে নিতে হবে।

এই রিপোর্টকে রবিশঙ্করের ফাউন্ডেশন ষড়যন্ত্র বলে দাবি করে। মঙ্গলবার ধর্মগুরু নিজেই কেন্দ্রীয় সরকার, দিল্লি সরকার এবং এনজিটিকে এওএলকে যমুনা তীরে অনুষ্ঠান করার অনুমতি দেওয়ার জন্য দায়ী করে বলেছেন, তাদের অনুষ্ঠানের জন্য যদি যমুনা তীরের কোনও ক্ষতি হয়ে থাকে তবে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি দায়ী।

রাষ্ট্রপতি পদের দৌড় থেকে সরাতেই বাবরি মসজিদ মামলায় আদবানির বিচার : লালুপ্রসাদ

বিনয় কাটিহারও মেনে নিলেন লালুর মত

নয়াদিল্লি/পাটনা, ২০ এপ্রিল : রাষ্ট্রপতি পদের দৌড় থেকে সরিয়ে দিতেই নরেন্দ্র মোদী আদবানির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তার নাম বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলায় জড়িয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ আরজেডি' সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদবের। আর বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে লালু প্রসাদের এই দাবি সত্যি হলেও হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বিজেপি নেতা বিনয় কাটিহার।

১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়। এই মামলায় এতদিন পরে বিচারের মুখোমুখি হতে হচ্ছে প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানি, মুরলীমনোহর যোশী এবং উমা ভারতীকে। এই মামলায় বুধবার সুপ্রিম কোর্ট সিবিআইয়ের আর্জি অনুমোদন করেছে এবং বিজেপি'র এই নেতাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ষড়যন্ত্র দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে। আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে ট্রায়াল কোর্টে যে মামলা চলছে তাও শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

আদবানির সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর সম্পর্ক মোটেই ভাল নয়। কিন্তু কিছুদিন আগে বিজেপি'র এই শীর্ষ নেতার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে তার বাড়িতে হাজির হন মোদী। দীর্ঘ সময় কাটান আদবানির সঙ্গে। এরপরেই জল্পনা শুরু হয় যে রাজনৈতিক নির্বাসন থেকে তুলে এনে এবার আদবানিকে রাষ্ট্রপতি ভবনে নিয়ে যেতে চান মোদী।

আদবানিও বেশ কিছুদিন মুখে কলুপ এঁটে রয়েছেন । বিজেপি সরকার বা নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা তার মুখে শোনা যায়নি। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট যেভাবে বুধবার সিবিআইয়ের আর্জি অনুমোদন করে আদবানির বিরুদ্ধে ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে তাতে অনেকেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন।

একমাত্র বিনয় কাটিহারকে বাদ দিলে বিজেপি নেতারা এই নিয়ে মুখ না খুললেও আরজেডি'র সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদব বৃহস্পতিবার মন্তব্য করেছেন রীতিমতো চিন্তাভাবনা করেই বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলায় বিজেপি'র শীর্ষ নেতাদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এর অন্যতম কারিগর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রায় লালুর সুরে সুর মিলিয়ে বিজেপি নেতা বিনয় কাটিহার বলেছেন আদবানিকে রাষ্ট্রপতি পদের দৌড় থেকে সরাতেই নরেন্দ্র মোদী এই পরিকল্পনা করেছেন।

লালু প্রসাদ অভিযোগ করেছেন সিবিআই পুরোপুরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অঙ্গুলি হেলনে চলে। তারা যেভাবে সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলায় আদবানি ও অন্য নেতাদের বিচার চেয়েছে তাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এতে মোদীর নির্দেশ রয়েছে। রাজনীতি থেকে আদবানিকে চিরকালের জন্য সরিয়ে দিতে সম্ভবত নরেন্দ্র মোদী এই পরিকল্পনা করেছেন।

রাজনৈতিক মহলের মতে, বিরোধী নেতা হিসাবে লালু প্রসাদ যাদব নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করতেই পারেন। কিন্তু বিজেপি নেতা বিনয় কাটিহার যেভাবে তাকে সমর্থন করেছেন তা চমকপ্রদ। এই মহলের ধারণা, বিনয় কাটিহারকে আদবানির মতোই রাজনৈতিক কাজকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী ও তার ঘনিষ্ঠরা। এ থেকে হতাশা তৈরি হয়েছে কাটিহারের। অথচ বিজেপি'র এই প্রভাবশালী নেতা দলের জন্য অনেক কাজ করলেও তিনি মোদীর নেকনজরে নেই। ফলে বিনয় কাটিহারকে ক্ষমতার বৃত্ত থেকে একেবারে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে আদবানির ঘনিষ্ঠ কাটিহার লালু প্রসাদের মন্তব্যকে সমর্থন করে বসেছেন। যদিও এখনও পর্যন্ত বিজেপি'র কোনও মতামত জানা যায়নি কাটিহারের মন্তব্য নিয়ে।

জাতীয় স্তরে জোট গড়তে উদ্যোগী সোনিয়া-নীতীশ

নয়াদিল্লি/পাটনা, ২০ এপ্রিল : বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ও কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি জাতীয় স্তরে জোট গড়তে উদ্যোগী হলেন। বিহার বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে কিছুটা আগ বাড়িয়ে জোট গড়েছিলেন নীতীশ। বিহারে নীতীশের উদ্যোগে প্রচারেও এসেছিলেন সোনিয়া। কিন্তু তারপর থেকে নেতা ও নেতৃত্বের মধ্যে তেমন যোগাযোগ ছিল বলে জানা যায়নি। বরং বিমুদ্রাকরণের পর নীতীশ কুমার যেভাবে নরেন্দ্র মোদীর দিকে ঝুঁকে পড়েন, তাতে মনে করা হচ্ছিল তিনি আবার এনডিএতেই ফিরবেন। বৃহস্পতিবার কিছুটা নিজের উদ্যোগেই ১০ জনপথে যান বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে দেখা করেন। তাদের এই বৈঠক নিয়ে আগাম সংবাদমাধ্যমকে কিছুই জানানো হয়নি। কংগ্রেসের একটি সূত্র জানিয়েছে, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে দু'জনের মধ্যে দীর্ঘ সময় কথাবার্তা হয়। সোনিয়া নাকি নীতীশকে ২০১৫ সালের মতো জাতীয় স্তরে অসাম্প্রদায়িক দলগুলিকে নিয়ে একটি মহাজোট গড়ার কথাও বলেন। সোনিয়া ও নীতীশের এই বৈঠক নিয়ে ইতিমধ্যে রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

নরেন্দ্র মোদী সরকারে মন্ত্রীদের শারীরিক সক্ষমতার উপর জোর !

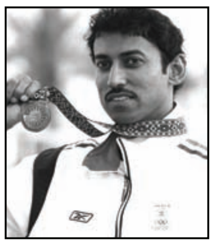

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল : তারা সবাই নরেন্দ্র মোদী সরকারের মন্ত্রী। প্রত্যেকেরই কাঁধে বিপুল কাজের ভার। কিন্তু সেই দায়িত্ব সামলেও এবার তাদের শারীরিক সক্ষমতার প্রমাণ দিতে হবে। প্রয়োজনে জিমেও যেতে হবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কিরণ রিজিজু ট্যুইট করে বলেছেন, 'শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখার জন্য আমার সত্যিই কোনও সময় নেই। কিন্তু সেই কাজটি এখন থেকে করতে হবে। কারণ আমার অলিম্পিকে পদক জয়ী সহকর্মী রাজ্যবর্ধন রাঠোর বিপুল দায়িত্ব সামলেও বের করে নেন জিমে যাওয়ার জন্য। তিনি আমাকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছেন'।

সংবিধানকে অপমান করায় সোনু নিগমের দেশ ছাড়া উচিত : কাদরি

মুম্বাই/কলকাতা, ২০ এপ্রিল : বলিউডের গায়ক সোনু নিগম মসজিদে আজান দেওয়ার সময় লাউড স্পিকার নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা সংবিধানকে অবমাননার শামিল। এজন্য বলিউডের এই গায়কের উচিত এখনই দেশ ছাড়া। পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু ইউনাইটেডকাউন্সিলরের সহ সভাপতি মৌলবি সৈয়দ শাহ আতেফ আলি কাদরি এই দাবি করেছেন। এজন্য সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে কাদরি বলেন, সোনু নিগম আজান নিয়ে মন্তব্য করে বহু ভারতীয়র ধর্মীয় আবেগকে আঘাত করেছেন। তিনি যে ভুল করেছেন তা স্বীকার করে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্ষমা চাওয়া উচিত।

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু সেলের এই মৌলবি সোনু নিগমের মাথার চুল কামিয়ে তার গলায় জুতোর মালা পরিয়ে যে দেশ ঘোরাতে পারবেন তাকে ১০ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা বলেন।

সোনু ট্যুইটারে তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নিজেই মাথা কামিয়ে বুধবার দুপুরে তার বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকেন। সেখানে তিনি কাদরির উদ্দেশে সরাসরি বলেন, ''আমি মাথার চুল কামিয়ে ফেলেছি। এবার আমার বাড়িতে ১০ লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দিন।'' নিগমের এই মন্তব্যকে কার্যত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কাদরি ফের বলেছেন, ''১০ লক্ষ টাকা পেতে হলে আমার দেওয়া বাকি শর্তগুলো পূরণ করতে হবে। জুতোর মালা পরে ঘুরতে হবে সারা দেশ। এই শর্ত পূরণ করলে আমি নিজেই সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে তার হাতে ১০ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেব।''

প্রসঙ্গত, সোনু নিগম মসজিদে আজান দেওয়ার সমালোচনা করেন প্রথমে, পরে তিনি মন্দির ও অন্য ধর্ম প্রতিষ্ঠানেও লাউড স্পিকারের সমালোচনা করেন। যদিও কোনও মন্দির কর্তৃপক্ষ এখনও এই নিয়ে কোনও ঝড় তোলেননি। সোনু অবশ্য গতকালই বলেছেন, তিনি সব ধর্মকেই সম্মান করেন। প্রত্যেকের বিশ্বাসকে মর্যাদা দেন।

তার আরও দাবি, যে কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মত প্রকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে নাগরিকদের। আর আজান নিয়ে তিনি যা বলেছেন তা সামাজিক বিষয়, ধর্মীয় বিষয় নয়। সোনু নিগমের এই মন্তব্যের পরেই বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু সেলের সহ সভাপতি কাদরির মন্তব্য হয়তো তাতে ইন্ধন জোগাল।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের আমন্ত্রণে বৃহস্পতিবার দিল্লি এসে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করলেন মণিপুরের রাজ্যপাল নাজমা হেপতুল্লা।

দিল্লিতে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ার বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত ফুটপাতবাসী

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল : বেপরোয়া গাড়ি পিষে দিল ফুটপাতবাসীকে। দিল্লির কাশ্মীরি গেট এলাকায় গাড়ির ধাক্কায় একজনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন তিন জন। দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া গাড়ির চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বলিউডের অভিনেতা সলমন খানের গাড়ি এক সময় মুম্বইতে তিন ফুটপাতবাসীর প্রাণ নিয়েছিল। কিন্তু প্রমাণের অভাবে সেই মামলায় বেকসুর খালাস পায় অভিযুক্তরা।

এবার কোনও সেলিব্রেটি নন, দ্বাদশ শ্রেণির এক পড়ুয়া বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কা পিষে দিল ফুটপাতবাসীকে। দুর্ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার ভোর ৫.৫০ মিনিট নাগাদ।জানা গেছে, বেপরোয়া গাড়ি ফুটপাতে উঠে কয়েকজনকে পিষে দেয়। ফলে ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িতে ছিল দ্বাদশ শ্রেণির তিন পড়ুয়া। তাদের মধ্যে একজন গাড়িটি চালাচ্ছিল। তারা দিল্লির একটি স্কুলের পড়ুয়া। তিনজনের মধ্যে দু'জন দুর্ঘটনার পড়েই গাড়ি ছেড়ে পালায়। গাড়ির চালক মত্ত ছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, সন্তানের উপর বাবা-মার নিয়ন্ত্রণ এখন বহু ক্ষেত্রেই শিথিল হয়ে পড়ছে। একটি-দুটি সন্তানের নানারকম আবদার মেটাতে গিয়ে তারা তাদের নানা ধরনের কাজ মেনে নিচ্ছেন। একেবারে ভোরবেলা তিন পড়ুয়া কেন বেপরোয়া গাড়ি চালাচ্ছিল, তার কারণ জানতে পারলেই তাদের উপর বাবা-মায়ের আদৌ কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল কিনা তা বোঝা যাবে।

দিল্লি পুর নির্বাচনের পরেই অজয় মাকেন যোগ দিচ্ছেন বিজেপিতে, দাবি কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল : দিল্লি পুরসভার নির্বাচন ২৩ এপ্রিল। পুর ভোটের জন্য আম আদমি পার্টির ইস্তেহার প্রকাশ করতে গিয়েও দলের নেতা ও দিল্লি মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল কংগ্রেসকে নিয়ে কাঁটাছেড়া করেন। কেজরিওয়াল বলেন, দেশের রাজধানীতে কংগ্রেস কার্যত শেষ হয়ে গিয়েছে। কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার অর্থ তা বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলা।

এই সময়ই তিনি বলে বসেন, এমনকি দিল্লি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অজয় মাকেনও বিজেপি'র সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ'র সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য মাকেন পা বাড়িয়েই আছেন এই দাবি করে কেজরিওয়াল বলেছেন, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি এখন শুধু পুর নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করছেন। আপের ভোট কাটার জন্যই তিনি এখনও কংগ্রেসে রয়েছেন।

কেজরিওয়ালের এই মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়ে মাকেন বলেছেন, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর উচিত তার নিজের উদ্বেগ এবার কমানো। তিনি যেসব কাজকর্ম করছেন তার জন্য তার এখন জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। দিল্লি পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে তারা এই নিয়ে কথা বলবেন, পুলিশ কোনও ব্যবস্থা না নিলে আদালতে যাওয়ারও হুমকি দিয়েছেন দিল্লি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি।

এদিকে দিল্লি কংগ্রেসের সভাপতি অরবিন্দর সিং লাভলি মঙ্গলবার ভারতীয় জনতা পার্টি দলে যোগ দিয়েছেন। কংগ্রেসের টিকিটে লাভলি চারবার বিধায়ক হয়েছেন। শীলা দীক্ষিত যখন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন লাভলি তার মন্ত্রিসভার অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। দিল্লিতে লাভলি কংগ্রেসের পরিচিত 'শিখ' মুখ। বিশেষ করে ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুর পর দিল্লিতে দাঙ্গায় যেভাবে শিখদের নিধন করা হয় তাতে ওই সম্প্রদায়ের মধ্যে কংগ্রেসের ভাবমূর্তি যখন নষ্ট হয়, তখন লাভলির মতো নেতারাই তা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেন। লাভলি কংগ্রেস ছাড়ায় দিল্লিতে অবশ্যই দলের ক্ষতি হবে।

রাহুলকে দোষারোপ করে দল ছাড়লেন বরখা

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল : রাহুল গান্ধি দল পরিচালনার ক্ষেত্রে মানসিকভাবে সুস্থ নন দাবি করে দল ছাড়লেন দিল্লি মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি বরখা শুক্লা সিং। এক খোলা চিঠিতে দিল্লি মহিলা কমিশনের প্রাক্তন প্রধান দলের সভাপতি অজয় মাকেনকে অভিযুক্ত করেছেন। তার দাবি, মাকেন দলীয় মহিলা কর্মীদের নানাভাবে নিগ্রহ করেন, তাদের হুমকি দেন। সব দেখেও কংগ্রেসের সহ সভাপতি রাহুল গান্ধি কিছুই না দেখার ভান করেন।

বরখা দল ছাড়লেন এমন একটা সময়ে যখন কংগ্রেসের আরও সংকট দেখা দিয়েছে। দিল্লি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট অরবিন্দর সিং লাভলি বুধবারই ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। দিল্লি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অজয় মাকেনও বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ'র সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন বলে বৃহস্পতিবারই অভিযোগ করেছেন আম আদমি পার্টির নেতা ও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

বরখা কংগ্রেসের সহ সভাপতি দলীয় কর্মীদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন বলেও অভিযোগ করেছেন। তার প্রশ্ন, দলীয় কর্মীদের এখন জানা অত্যন্ত জরুরি যে রাহুল গান্ধি কেন নিজেকে এভাবে লুকিয়ে রাখেন। অথচ দলীয় কর্মীদের তার কাছে অনেক কিছু জানার আছে। কিন্তু তাদের সঙ্গে কদাচ বৈঠক করেন তিনি। বরখা একেবারে সরাসরি বলেছেন, রাহুল শুধু মোসাহেবদের সঙ্গে বৈঠক করতে ভালবাসেন। অন্য নেতাদের সঙ্গে নয়। যারা তাকে প্রশ্ন করবেন, কিছু জানতে চাইবেন তাদের তিনি সময়ই দেন না।

কংগ্রেসের বহু শীর্ষ নেতার মনের কথাটিও বলে দিয়েছেন বরখা। তার মতে, দলের বহু শীর্ষ নেতাই মনে করেন রাহুল মানসিকভাবে কংগ্রেসকে পরিচালনার জন্য উপযুক্ত নন। কিন্তু এই নেতারা প্রকাশ্যে সেই কথা বলার সাহস পান না। প্রসঙ্গত, উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের সময় রাহুল গান্ধি দলকে পরিচালনা করতে এখনও পরিণত নন বলে জানান শীলা দীক্ষিত।

শীলাকে এজন্য শাস্তি পেতে না হলেও, এর আগে এ ধরনের মন্তব্য যারাই করেছেন তাদেরই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে দল থেকে। দিল্লি মহিলা কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি বরখা অজয় মাকেনকেও এক হাত নিয়ে বলেছেন, কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা কীভাবে তার সঙ্গে এবং দিল্লি মহিলা কংগ্রেসের অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে অশোভন ব্যবহার করেন। মাকেনের এই আচরণ রাহুল গান্ধির নজরে আনা হলেও তিনি একেবারে বধিরের মতো আচরণ করেন।

দিল্লি মহিলা কংগ্রেসের আরও অভিযোগ, বিজেপি নেতা বিনয় কাটিহার যখন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করেন তখন আশা করা হয়েছিল কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধি এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করবেন। কিন্তু কোনও প্রতিবাদ হয়নি। প্রায় একই দোষে দুষ্ট অজয় মাকেনও। তিনিও অভিযোগ করা সত্ত্বেও কোনও নিন্দা করেননি বিনয় কাটিহারের মন্তব্যের। তারা কেবল ভোটের জন্য মহিলাদের ক্ষমতায়নের কথা বলেন, যা আদতে কোনও কাজে দেয় না। মানসিকভাবে অসুস্থ কোনও নেতার পক্ষে এই আচরণ স্বাভাবিক বলেও দাবি করেছেন বরখা।

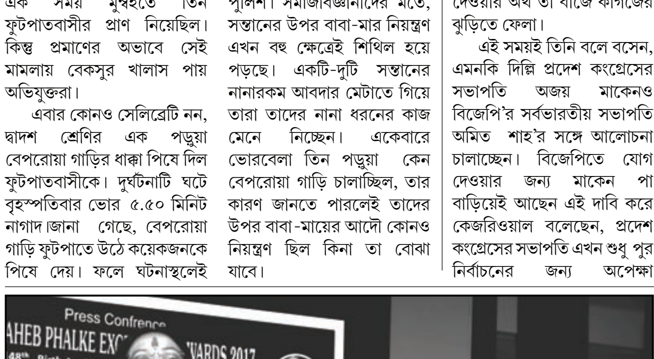

মুম্বাইতে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার ঘোষণা অনুষ্ঠানে মডেল পুনম ঝাওয়ার (মাঝে) ও তার মা পূজাশ্রী (বাঁদিকে) এবং অভিনেত্রী সাওমি খের।

নেপালের রাষ্ট্রপতির দু'দিনের ওড়িশা সফর শুরু

ভুবনেশ্বর, ২০ এপ্রিল : নেপালের রাষ্ট্রপতি বিদ্যাদেবী ভান্ডারি দু'দিনের সফরে এদিন ওড়িশায় এসে পৌঁছেছেন। তিনি ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত লিঙ্গরাজ মন্দির এবং পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির দর্শন করবেন বলে জানা গেছে। এছাড়া ভুবনেশ্বরে মিশন শক্তি ভবনে মহিলাদের ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত একটি কর্মসূচিতেও নেপালের রাষ্ট্রপতির যোগ দেওয়ার কথা। দিল্লি সফর শেষে বৃহস্পতিবার ভুবনেশ্বরে পৌঁছান বিদ্যাদেবী ভান্ডারি। ভুবনেশ্বরের বিজু পট্টনায়েক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেপালের রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান ওড়িশার রাজ্যপাল এস সি জামির, রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রদীপ কুমার আমাত, স্বরাষ্ট্র সচিব অসিত ত্রিপাঠী এবং পুলিশের ডি জি কে বি সিং। একাদশ শতকে ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজের মন্দির তৈরি হয়। মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর ভুবনেশ্বরেই রাত কাটান তিনি। শুক্রবার ভান্ডারির পুরী যাওয়ার কথা। সেখানে ভগবান জগন্নাথদেবের দর্শনের পরেই এয়ার ইন্ডিয়ার বিশেষ বিমানে দুপুর ২.২৫ মিনিট নাগাদ তাঁর দিল্লিতে যাওয়ার কথা। দিল্লি থেকে তিনি শুক্রবার বিশেষ বিমানে কাঠমান্ডু ফিরবেন বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে।